EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

জুডিথ এ. ম্যাকহেল

আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০১০

শুভ অপরাহ্ন। আজ এখানে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশে এটিই আমার প্রথম সফর। এখানে এসে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা আমি পেয়েছি সেজন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

পারস্পরিক সমঝোতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ একসঙ্গে কিভাবে কাজ করছে তা নিজ চোখে দেখতে আমি এখানে এসেছি -- যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের প্রিয় দুই দেশসহ এই অঞ্চল ও পৃথিবীর মানুষের সমৃদ্ধি অর্জন।

সফরকালে আমি সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করছি, কথা বলছি। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি অনেক কিছু অবগত হয়েছি।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে কথা বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোন ভালো জায়গার কথা আমি চিন্তা করতে পারি না।

প্রয়াত সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ৩৮ বছর আগে যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন তখন তিনি এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বটগাছ রোপন করেছিলেন। সেটা এই জায়গা থেকে খুব একটা দূরে নয়। এখানকার মানুষ যখন জাতিসত্ত্বার জন্য লড়াই করছিল তখন তিনি তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

ঠিক সেই বটগাছটির বেড়ে ওঠার মতই যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বন্ধনও আজ অব্যাহতভাবে দৃঢ়তর হয়েছে। আজ আপনারা যখন আপনাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলছেন, অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছেন

এবং এই অঞ্চলসহ এখানে শান্তি ও নিরাপত্তাকে লালন করছেন তখন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ জনগণ বাংলাদেশের জনগণের পাশে আছে।

পারস্পরিক সমঝোতা ও বিশ্বাস উন্নয়নে এ ধরনের মানুষে-মানুষে সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গত কয়েক দশকে হাজার হাজার বাংলাদেশি আমেরিকার আতিথেয়তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের "আন্তর্জাতিক দর্শনার্থী" কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। ড. মোহাম্মদ ইউনূস "ফুলব্রাইট" বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আরো অসংখ্য বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের "অ্যাকসেস ইংলিশ মাইক্রোস্কলারশিপ" এবং ইংরেজি শিক্ষকদের জন্য নেয়া কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মাদ্রাসার শত শত শিশু ও শিক্ষক তাদের ইংরেজির দক্ষতা বৃদ্ধি করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার অর্থায়িত কম্পিউটার ল্যাবের মাধ্যমে বাংলাদেশে হাজার হাজার স্কুলশিশু এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করতে ও কম্পিউটার শিখতে পারছে।

এছাড়া, আমরা আমেরিকানদের বাংলা শিখতে এবং বাংলাদেশে গবেষণা পরিচালনায় সক্ষম করে তুলছি। আমি বিশ্বাস করি যে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অর্থায়নে যে সকল শিক্ষামূলক বৃত্তি কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো প্রসারিত হতে থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন ও আকর্ষণীয় কর্মসূচি আসবে।

আমি নিশ্চিত যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব আমেরিকার জনগণের বন্ধুত্ব স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পূর্বের সকল সময়ের চেয়ে অনেক বেশি পাবে। সিনেটর কেনেডি রোপিত গাছটির বেড়ে ওঠার মতই আমাদের দু' দেশের বন্ধন দৃঢ়তর হতে থাকবে।

আমি আবারো বলতে চাই যে আজ এখানে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আমি এখন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহী। ধন্যবাদ।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*